ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৩৫ ● কলকাতা ● ০৮ ভাদ্র, ১৪৩০ ● শনিবার ● ২৬ আগস্ট, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

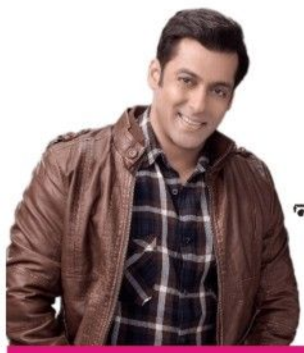

শাহরুখের পর এবার 'ন্যাড়া' মাথায় সালমান খান

পৃঃ ৫

চার নম্বর ব্যাটিং পজিশন নিয়ে এবার মুখ খুললেন গাঙ্গুলি

পৃঃ ৬

ইডির বিরুদ্ধে কলকাতা পুলিশের সাইবার সেলে পালটা অভিযোগ লিপস অ্যান্ড বাউন্সের

কলকাতা, ২৫ অগস্ট: নিউজ সারাদিন : এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের বিরুদ্ধে এবার পালটা অভিযোগ দায়ের করল লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস । অভিযোগ, তাদের অনুমতি ছাড়াই নিউ আলিপুরে তাদের অফিসে ১৬টি এক্সএল ফাইল ডাউনলোড করেছে ইডি । এর ফলে তাদের সংস্থার অভ্যন্তরীণ তথ্য প্রকাশ্যে চলে এসেছে । ওই সংস্থার অ্যাকাউন্ট্যান্ট চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা পুলিশের সাইবার সেলে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন । যদিও এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশের কোনও উচ্চপদস্থ আধিকারিক কোনও প্রকারের মন্তব্য করতে চাননি। ইডি-র তরফে জানানো হয়েছে, ২০১২ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ওই সংস্থায় পদ সিইও ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । যদিও এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ।

তবে এই বিষয়ে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট কোম্পানির এখনও ১৪টি রহস্যময় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখা অত্যন্ত প্রয়োজন । মূলত, কালো টাকা সাদা টাকায় রূপান্তর করার জন্যই এই কোম্পানিকে ব্যবহার করা হয়েছিল ।

ইডির দাবি, নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকুকে গ্রেফতারির পর ধীরে ধীরে নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির একাধিক জোট খুলতে থাকে ।

এরপর ৩ পাতায়

মোদির ডিগ্রি বিতর্কে শীর্ষ আদালতে

স্বস্তি পেলেন না কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি: নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শিক্ষাগত যোগ্যতা বিতর্কে শীর্ষ আদালতে স্বস্তি পেলেন না দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মানহানি মামলায় স্থগিতাদেশ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো।সবক শেখাতে কেজরিওয়াল ও সঞ্জয় সিংয়ের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা দায়ের করেন গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার। ওই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আম আদমি পার্টির দুই নেতার বিরুদ্ধে সমন জারি করে গুজরাত মেট্রোপলিটান আদালত। ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সেশনস কোর্টের দ্বারস্থ হন কেজরিওয়াল-সঞ্জয় সিং। ৭ অগস্ট সেশনস কোর্ট মামলার বিচার প্রক্রিয়ার উপরে স্থগিতাদেশের আর্জি খারিজ করে। এর পরে গুজরাত হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন আম আদমি পার্টির দুই নেতা। কিন্তু গত ১১ অগস্ট গুজরাত হাইকোর্টও কেজওিয়ালদের আর্জি খারিজ করে দেন। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টেও স্বস্তি পেলেন না তিনি।কিন্তু বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি এসভিএন ভাত্তির ডিভিশন বেঞ্চ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর আর্জির পরিপ্রেক্ষিতে জানান, যেহেতু মামলাটি গুজরাত হাইকোর্টে বিচারাধীন, তাই এ বিষয়ে কোনও নোটিশ জারি করা হচ্ছে না। প্রয়োজনে কেজরিওয়াল গুজরাত হাইকোর্টে তাঁর আপত্তি নথিভুক্ত করতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শিক্ষাগত যোগ্যতা জানতে চেয়ে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন জানিয়েছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী এবং আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং। মুখ্য তথ্য

এরপর ৩ পাতায়

'কিছু ভাল লাগছে না', বাবাকে মনখারাপের কথা জানিয়ে 'আত্মঘাতী' এসএসকেএমের নার্সিং পড়ুয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সাড়ে ৩ মাস আগে শেষবার বাড়ি ফিরেছিলেন। বাবার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল ১২ দিন আগে। মেয়ে জানিয়েছিলেন সমস্যার কথা। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মেয়েকে মনের জোর জুগিয়েছিলেন তাঁর বাবা-মা। তা সত্ত্বেও শেষরক্ষা হল না। বৃহস্পতিবার সকালে মিলল দুঃসংবাদ। এসএসকেএমের নার্সিং পড়ুয়া সুতপা কর্মকারের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ তাঁর বাবা-মা। পরিবার সূত্রে খবর, দিনকয়েক ধরে সুতপা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। মনমরা ছিলেন। বাবাকে জানিয়েছিলেন সমস্যার কথা। মনের জোরও জুগিয়েছিলেন বাবা-মা। তা সত্ত্বেও বাঁচানো গেল না সুতপাকে। তবে ঠিক কারণে মনমরা ছিলেন সুতপা, তা এখনও জানা যায়নি। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। মেয়ের মৃত্যুর খবর পেয়েই কলকাতায় পাড়ি দিয়েছেন সন্তানহারা বাবা-মা। তাঁদের সঙ্গেও কথা বলছে পুলিশ। রায়গঞ্জের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের দেবীনগরের বিবেকানন্দ পল্লির বাসিন্দা সুধাময় ও বেলা কর্মকার একমাত্র সন্তান সুতপা। সুধাময়বাবু সোনার গয়নার কারিগর। মা গৃহবধূ। মধ্যবিত্ত বাবা-মা মেয়েকে

এরপর ৩ পাতায়

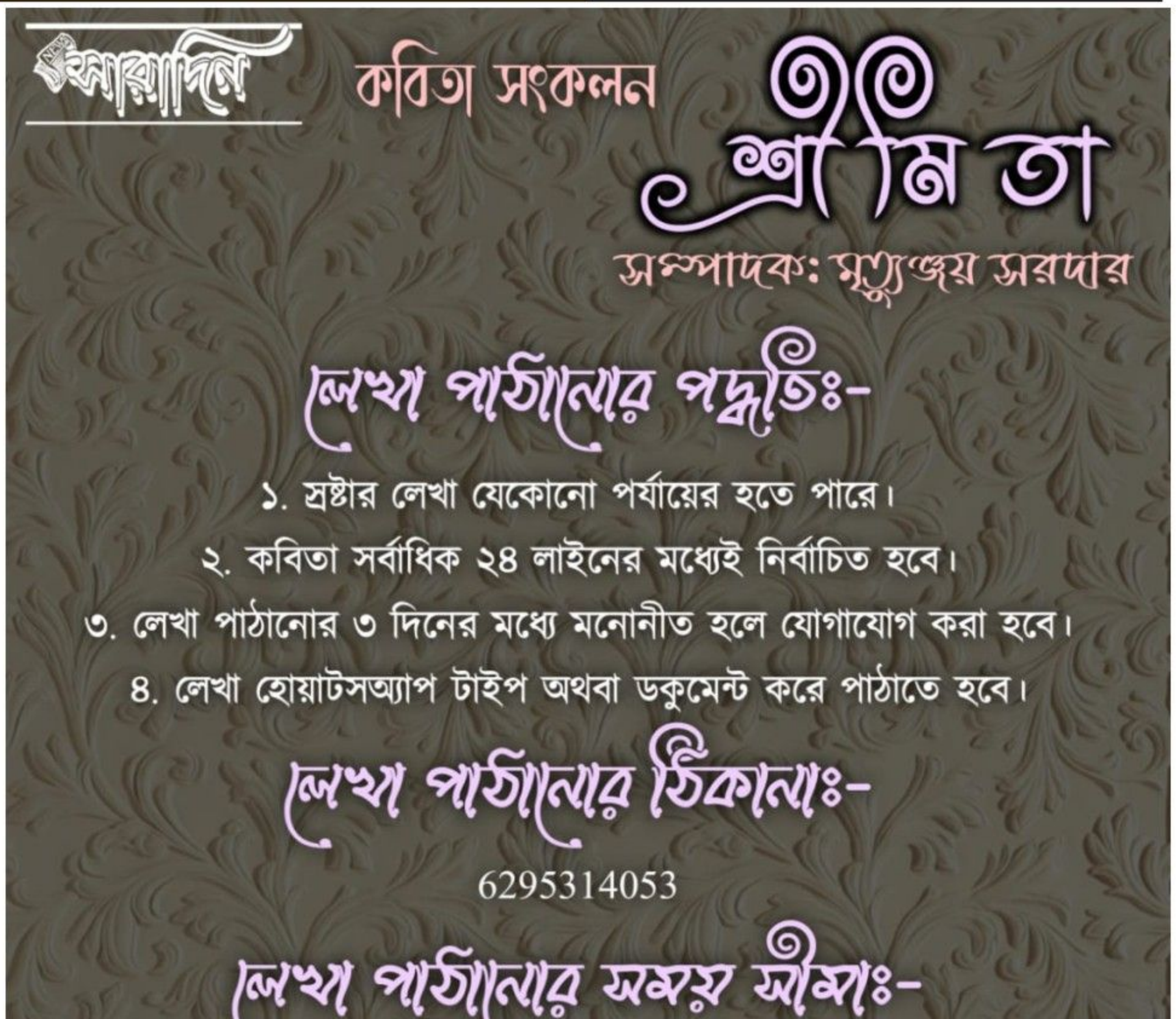

পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতিতে

পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতিতে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি মামলার প্রথম তলব করা হল রাজ্যের কোনও মন্ত্রীকে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রে খবর, নিয়োগ দুর্নীতি মামলা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আগামী ৩১ অগাস্ট বেলা ১১টা নাগাদ দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুকে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সিবিআই-এর তলব নিয়ে মুখ খুললেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু।একইসঙ্গে সমন পেলে হাজিরা দেবেন কিনা সে প্রশ্নে সুজিত বসু বলেন, 'যদি কোন চিঠি পাঠায় তার উত্তর দেওয়ার জন্য আমি সবসময় প্রস্তুত। যদি কোন বিষয়ে কেউ আমার কাছে জানতে চায় আমি উত্তর দিতে প্রস্তুত। আমার কাছে এখনও পর্যন্ত কোন চিঠি আসেনি। আসলে আমি অস্বীকার করব কেন! যদি কোনও চিঠি পাই এবং সংবাদমাধ্যমে উল্লেখিত তারিখে যদি কেউ ডাকে, আমি অবশ্যই যাব। তবে যদি ওই দিন আমার কোনও কিছু না থাকে। তাহলে আমি নিশ্চয়ই যাব।'সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সিবিআই তলব নিয়ে অবশেষে মন্তব্য করলেন রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। তাঁর দাবি, তিনি হাতে এখনও কোনও চিঠি বা সমন পাননি। সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেন, 'এখনও কিছু আসেনি। টিভিতেই দেখলাম। এখনও হাতে কোনও কিছু পাইনি। যতক্ষণ না আমি হাতে কিছু পাচ্ছি ততক্ষণ কোন প্রশ্ন নেই।'

চন্দ্রযানের সাফল্যের পর

প্রযুক্তিই ভরসা আচার্যের

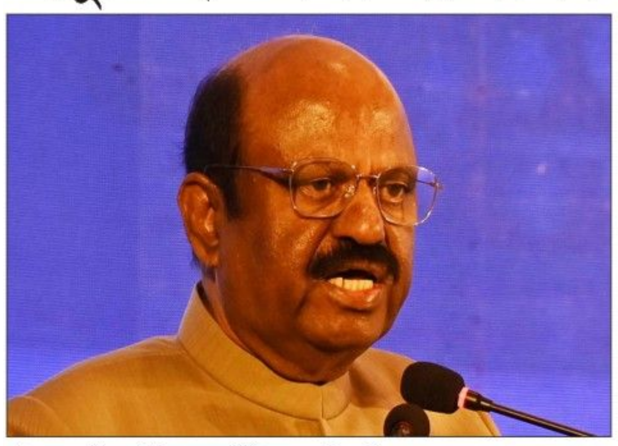

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে র‍্যাগিং রুখতে পদক্ষেপ করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। র‍্যাগিং মোকাবিলায় এ বার ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর প্রযুক্তি ব্যবহার করা হতে পারে। এই নিয়ে ইতিমধ্যেই ইসরোর চেয়ারম্যান এস সোমনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন রাজ্যপাল তথা আচার্য। বৃহস্পতিবার রাতে এক বিবৃতিতে এই কথা জানানো হয়েছে রাজভবনের তরফে। অন্য দিকে, ইসরোর সঙ্গে যাদবপুরের যোগসূত্র রয়েছে। চাঁদের মাটিতে ল্যান্ডার বিক্রমের 'পাখির পালকের মতো অবতরণ' (বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যার নাম 'সফ্‌ট ল্যান্ডিং') কর্মসূচিতে ইসরোর সহযোগীর ভূমিকায় ছিল দেশের কয়েকটি প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেই তালিকার অন্যতম নাম যাদবপুর। রাজ্যের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তরফে অবতরণের প্রকল্পে নেতৃত্বের মধ্যে ছিলেন পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক অমিতাভ গুপ্ত এবং ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক সায়ন চট্টোপাধ্যায়। ছিলেন আরও কয়েক জন গবেষকও। সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠেছে। যা ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজ্যে। এই পরিস্থিতিতে র‍্যাগিং রুখতে পদক্ষেপ করলেন রাজ্যপাল। বুধবার সন্ধ্যায় চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করেছে ইসরোর চন্দ্রযান ৩। প্রথম দেশ হিসাবে ভারত এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে। সেই সাফল্যকে সামনে রেখেই রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে র‍্যাগিং নির্মূল করতে ইসরোর প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজ্যপাল।

রাজভবনের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে র‍্যাগিং রুখতে উপযুক্ত প্রযুক্তিকে যাতে কাজে লাগানো যায়, তা নিয়ে ইসরোর চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন রাজ্যপাল বোস। এই নিয়ে হায়দরাবাদে অ্যাডভান্সড ডেটা প্রসেসিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এডিআরআইএন)-এর সঙ্গেও আলোচনা করেছেন তিনি। এই বিষয়টি ফলপ্রসূ করতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউকে। গত ৯ অগস্ট যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলের তিন তলার বারান্দা থেকে এক

এরপর ৩ পাতায়

চন্দ্রযান ৩এর সফল অবতরণে দেশ কে

মুন পডস উৎসর্গ করেছে কেডিএম

Kolkata, August 24, 2023: নিউজ সারাদিন : মুন মিশন চন্দ্রযান ৩এর সফল অবতরণে দেশ যখন উৎসবের মুডে, এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে উদযাপন করতে, দেশর অনুভূতি প্রকাশ করতে এবং দেশ কে উচ্চতায় পৌঁছে দেয়ার জন্য নেতৃস্থানীয় লাইফস্টাইল এবং মোবাইল আনুষাঙ্গিক ব্র্যান্ড কেডিএম মুন পডস দেশ কে উৎসর্গ করলো।

মুন পডস হল প্রিমিয়াম ইয়ারবাডস বা ওয়্যারলেস ইয়ারফোন। এর মধ্যে সেন্সর প্রযুক্তি সহ ক্রিস্প, ক্লিয়ার কল এবং সক্রিয় নয়েজ আইসোলেশন এবং ২০ ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাটারি লাইফ সহ অন্যান্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি ইউএসবি টাইপ-সি পোর্টের মাধ্যমে একক চার্জে হ্যান্ডস ফ্রি কলিং, লাইটওয়েট, নয়েজ আইসোলেশন এবং সারাদিন ব্যাটারি লাইফের মতো বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদান করে।

এন ডি মালি, প্রতিষ্ঠাতা, কেডিএম বলেন "আমরা গর্বের সাথে ইসরো কে সফল অবতরণের জন্যে এবং একটি পুরো প্রজন্মকে চাঁদের লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত করার জন্য অভিনন্দন জানাই। আমরা চাঁদের উপরে এবং এই ঐতিহাসিক অর্জনের সাক্ষী হতে আমাদের মহান দেশ কে এই মুন পডস উৎসর্গ করছি। দেশের লুনার মিশন হোক বা আপনার জীবন, কেডিএমর মূলমন্ত্র "করো দিল কী মরজির" পথ ধরে আমাদের মুন পডস অবশ্যই ১.৪ বিলিয়ন ভারতীয়দের অবাক করে দেবে।" বি এইচ সুথার, সহ-প্রতিষ্ঠাতা, কেডিএম বলেন,"চন্দ্রযানের সফল অবতরণ আমরা কী অর্জন করতে পারি তার প্রমাণ যখন আমাদের চোখ চাঁদের দিকে থাকে, কেডিএম-এ, আমরা হর ঘর কেডিএম-এর প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, এই মহাকাব্য কৃতিত্ব ভারতের গৌরব বইতে লেখা একটি মুহূর্ত নয় বরং এটি আরও উচ্চতা অর্জনের জন্য একটি শক্তিশালী অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে।"

কেডিএম দেশের প্রতিটি শহর এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটি পারিবারিক নাম হওয়ার আশা করে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে 'হর ঘর কেডিএম' এর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ১ লাখের বেশি ডিলার নেটওয়ার্কে পৌঁছানোর লক্ষ্য রাখে। কেডিএম = করো দিল কি মারজি। লাইফস্টাইলএর বর্ণনা ব্র্যান্ড ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আছে, সবাই তাদের জীবন কাটাতে চায় কিন্তু দায়িত্বের কারণে সবসময় নিজের ইচ্ছাকে মনের মধ্যে রাখে। কেডিএম এর পণ্যগুলি সঙ্গীতের মাধ্যমে মানুষকে তাদের জীবন পূর্ণভাবে বাঁচতে অনুপ্রাণিত করে।

মোবাইল অ্যাকসেসরিজ এবং লাইফস্টাইল সেগমেন্টের অধীনে কেডিএম-এর পণ্যের মধ্যে রয়েছে মোবাইল চার্জার, ইয়ারফোন, স্পিকার, নেকব্যান্ড এবং ইয়ারবাড থেকে হেডফোন। একটি ব্র্যান্ড হিসাবে কেডিএম নিজেকে একটি নেতৃস্থানীয় জীবনধারা এবং মোবাইল আনুষাঙ্গিক ব্র্যান্ড হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কেডিএম-এর ভারত জুড়ে ছড়িয়ে থাকা একটি শক্তিশালী বিতরণ নেটওয়ার্ক রয়েছে যা ভারতের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে আধুনিক মোবাইল এবং লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড তৈরির যাত্রাকে উন্নত করেছে।

সাংবাদিক সুবিমলের পরিবারকে

২৫ লাখ টাকা দিতে হবে: তদন্ত কমিটি

এম কে মধুবালা. সাংবাদিক : নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট ২০২৩ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : বিহারের আরারিয়ায় গত দিনে অপরাধীদের দ্বারা এক সাংবাদিককে হত্যার ঘটনায়, সাংবাদিক সংস্থাগুলির তদন্ত দল, তাদের রিপোর্টে, পরিবারকে তাৎক্ষণিকভাবে ২৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। রাজ্য সরকারের কাছে মৃতদের ক্ষতিপূরণ দাবি।

ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের (আইজেএ) প্রধান রাম নাথ বিদ্রোহির নেতৃত্বে সাংবাদিকদের একটি দল গত কয়েকদিনে আরারিয়ায় গিয়েছিলেন গণহত্যার খবর নিতে। এতে ছিলেন জাতীয় সাধারণ সম্পাদক রঞ্জেশ কুমার ঝা "আলোক", খাগরিয়া থেকে সিনিয়র সাংবাদিক অবিনাশ কুমার সিং এবং আরও অনেক সদস্য।

জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ড. সমরেন্দ্র পাঠক, জয়েন্ট ফোরাম অব জার্নালিস্ট অর্গানাইজেশনের নেতা এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় সংবাদ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত 'সেভ ইউএন মুভমেন্ট'-এর সমন্বয়ক, আজ এখানে এই তথ্য জানান। পরিবার, স্থানীয় সাংবাদিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ও অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তাদের কাছে একটি প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিহারের আরারিয়া জেলার রানিগঞ্জে একটি দৈনিক পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিক বিমল কুমার রাইকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

জিআরএম ওভারসিজ তার "10Xkw³" ব্র্যান্ড

পোর্টফোলিও সম্প্রসারিত করছে; বাজারে এনেছে প্যাক করা বেসন, ডালিয়া, ময়দা, পোহা এবং সুজি

Kolkata, 22 August 2023: নিউজ সারাদিন : জিআরএম ওভারসিজ লিমিটেড (এখানে "জিআরএম" বলে উল্লেখ করা হয়েছে), ভারতের অন্যতম অগ্রণী বাসমতি চালের রপ্তানিকারক এবং ভোক্তা - কেন্দ্রিক ক্রমবর্ধমান প্রধান খাদ্য পণ্য ব্যবসায়ী, তার সহযোগী সংস্থা জিআরএম ফুড ক্রাফট প্রাইভেট লিমিটেড-এর "10Xশক্তি" ব্র্যান্ডের নামে বেসন, ডালিয়া, ময়দা, পোহা এবং সুজির অত্যাধুনিক প্যাকেট জাত পণ্যের সম্ভার নিয়ে এসে তার শ্রেস্থত্বের প্রতিশ্রুতি বজায় রেখেছে। এই পণ্যের বিস্তৃত প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ই-কমার্স সাইটের উপর বিশেষ জোর দেওয়ার পাশাপাশি এই নতুন পণ্যগুলি সাধারণ ট্রেড এবং আধুনিক ট্রেড চ্যানেলের মাধ্যমে ভোক্তাদের জন্য উপলব্ধ হবে। এই পণ্যগুলি সম্পূর্ণ দেশে বিস্তৃত পরিসরে ব্যবহৃত পণ্য এবং সুবিধা, গুণমান, এবং বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদান করে ভোক্তাদের দৈনন্দিন জীবন উন্নত করতে পণ্যগুলি যত্ন সহকারে তৈরি করা হয়েছে যা জিআরএম-এর ঐতিহ্য। নতুন পন্যের বাজারে প্রবর্তনের বিষয়ে বলতে গিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী অতুল গর্গ বলেছেন: "আমরা আমাদের "10X শক্তি" পণ্য পোর্টফোলিওতে এই পণ্যগুলিকে যুক্ত করার ঘোষণা করতে পেরে রোমাঞ্চিত বোধ করছি, এটি আমাদের ঘরোয়া ব্র্যান্ডের ব্যবসা সম্প্রসারণ করার এবং একটি প্রধান ও স্বতন্ত্র ভোক্তা কেন্দ্রিক পণ্য প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার আমাদের ক্রমাগত প্রচেষ্টার একটি অংশ। এই উচ্চমানের পণ্যগুলি ঘরোয়া কিন্তু বিশ্বস্ত এবং স্বাস্থ্যকর পণ্য প্রদান করার আমাদের প্রতিশ্রুতিকে সংজ্ঞায়িত করে এবং এইভাবে আমাদের মূল্যবান গ্রাহকদের জীবন উন্নত করে। আমরা খুব মনোযোগ সহকারে এই নতুন পণ্য সম্ভার তৈরি করেছি যাতে আধুনিক গৃহস্থালির ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন নিশ্চিত করা যায়। এটি আমাদের দেশীয় ব্র্যান্ড ব্যবসার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং উন্নতিশীল পদক্ষেপ, এবং আমরা নিশ্চিত যে এই নতুন পণ্যগুলি আমাদের গ্রাহকদের দ্বারা অত্যন্ত প্রশংসিত হবে এবং দেশীয় বাজারে আমাদের ব্র্যান্ডের উপস্থিতি এবং স্বীকৃতি আরও প্রসারিত করবে"।

পশ্চিমবঙ্গ দিবস' নিয়ে মিল নেই মতের,

বৈঠকে আদৌ থাকবে বাম-কংগ্রেস-বিজেপি?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালনের জন্য নির্দিষ্ট দিন ঠিক করতে সর্বদল বৈঠক ডেকেছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই আমন্ত্রণ পাঠাতে শুরু করেছে নবান্ন। তবে সেই বৈঠকে বিরোধীরা আদৌ যাবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের। বিজেপি চায়, ২০ জুন 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালন করা হোক।অন্যদিকে, বাম নেতা সুজন চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলেছেন, 'আলাদা করে একটা দিন কেন পশ্চিমবঙ্গের জন্য পালিত হবে?' বামেদের দাবি, ১৯৪৭ সালের সেই দিন আর আজকের পশ্চিমবঙ্গের ভূগোলের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত চলেছে সেই ভাঙা গড়া। তাই তারাও বৈঠকে থাকবে কি না, তা স্পষ্ট নয়।আর বাম ও কংগ্রেসের মত হল ২০ জুন 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হতে পারে না। এছাড়া, রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত ১ বৈশাখ দিনটি নিয়েও আপত্তি রয়েছে সিপিএম-এর একটা বড় অংশের।

আগামী ২৯ অগস্ট নবান্ন সভাঘরেই হবে ওই সর্বদল বৈঠক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে ওই বৈঠকে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবসে'র দিন নিয়ে আলোচনা হবে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত বৈঠকের আমন্ত্রণপত্র তাঁর হাতে আসেনি। হাতে এলে তাঁরা ঠিক করবেন, বৈঠকে যাওয়া হবে কি না।

দুটি পৃথক দিন নিয়েই মূল দ্বন্দ্ব। বিজেপি মনে করে, ২০ জুন অর্থাত যে ১৯৪৭ সালের যে দিন পশ্চিমবঙ্গ ও পাকিস্তানের ভাগাভাগি হয়েছিল, সেটাই 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসেবে পালন করা উচিত। আর রাজ্য সরকারের দাবি, ১ বৈশাখ পালিত হোক 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস'। কংগ্রেস মনে করে যে ২০ জুন দিনটা একটা বিভেদের দিন, তাই সেই দিনটা উদযাপন করা উচিত নয়।

১-ম পাতার পর

'কিছু ভাল লাগছে না', বাবাকে মনখারাপের কথা জানিয়ে 'আত্মঘাতী' এসএসকেএমের নার্সিং পড়ুয়া

প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। দেবীনগর কৈলাস রাধারানি উচ্চ বিদ্যাপীঠে পড়াশোনা শেষের পর কলকাতায় পড়তে পাঠিয়েছিলেন। এসএসকেএম হাসপাতালে নার্সিং নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন সুতপা। পড়াশোনা শেষের পর মেয়ে চাকরি পাবেন, স্বপ্ন দেখতেও শুরু করেছিলেন সুতপার বাবা-মা। আচমকা স্বপ্নভঙ্গে তাজ্জব সদ্য সন্তানহারারা।

১-ম পাতার পর

মোদির ডিগ্রি বিতর্কে শীর্ষ আদালতে স্বস্তি পেলেন না কেজরিওয়াল

কমিশনার প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা জানানোর জন্য গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশ দেন। ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গুজরাত হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গত ৩১ মার্চ তথ্য কমিশনের নির্দেশ খারিজ করে দেয় গুজরাত হাইকোর্ট। তার পরেই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আপ সাংসদ অভিযোগ করেন, মোদির শিক্ষাগত যোগ্যতা আড়ালের চেষ্টা চালাচ্ছে গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয়।

১-ম পাতার পর

ইডির বিরুদ্ধে কলকাতা পুলিশের সাইবার সেলে পালটা অভিযোগ লিপস অ্যান্ড বাউন্সের

কিন্তু এবার ইডির বিরুদ্ধেই অভিযোগ দায়ের হল । তাই এই নিয়ে ইডির পরবর্তী পদক্ষেপ কী হয়, এখন সেটাই দেখার ! চলতি সপ্তাহে নিউ আলিপুরে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস নামে ওই সংস্থার অফিসে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন অফিসে তল্লাশি ও অভিযান চালায় ইডি। সোমবার সকাল ১১টা থেকে সেখানে প্রায় ১৮ ঘণ্টা ধরে তল্লাশি অভিযান চালানো হয় । তদন্তকারী আধিকারিকরা মোট এক হাজার পাতার নথি উদ্ধার করেন । তল্লাশি অভিযানের পর মোট তিনটি ব্যাগ নিয়ে সেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েন তদন্তকারীরা ।

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের দাবি, ওই সংস্থায় চিফ অপারেটিং অফিসার (সিইও) পদে কাজ করতেন ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু । কালীঘাটের কাকুর সঙ্গে ওই সংস্থার ৯৫ লক্ষ টাকার লেনদেন হয়েছে । বুধবার সরাসরি প্রেস বিবৃতি দিয়ে ইডি-র তরফ থেকে জানানো হয়, একটি নির্দিষ্ট সময়ে পর্যন্ত ওই সংস্থার সিইও ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।

পুলিশ শুধু নিষ্ক্রিয়ই নয়, অপদার্থও', আউশগ্রামে বিস্ফোরক মহম্মদ সেলিম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামে পঞ্চায়েত ভোটে খুন হওয়া সিপিএম কর্মী রাজিবুল হকের স্মরণসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুলিশ প্রশাসনকে এক হাত নিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, 'পুলিশ প্রশাসনকে বলব তোমরা ঠিক করো, মানুষের দিকে থাকবে নাকি কতগুলি গুণ্ডা অমানুষের পা চেটে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখবে ।মিজোরানে রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের মৃত্যু নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মহম্মদ সেলিম। তিনি বলেন, 'প্রতিদিন পরিযায়ী মারা যাচ্ছে। এ রাজ্যে কাজ নেই, বেকারি আছে। অধিকাংশ গ্রামের ছেলেদের বাইরের রাজ্যে গিয়ে কাজ করতে হচ্ছে । সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছে। যখনই কেউ মারা যায় তখন সরকার কিছু ঘোষণা করে। বলল আলাদা একটা চেয়ারম্যান করেছি বোর্ড করেছি। কিন্তু কী করছে? আইন আছে। দেশের সরকার ও সংবিধান অনুযায়ী এটি কেন্দ্রের তালিকা ইন্টার্নাল যারা মাইগ্রেন্ট হবে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাবে। তাদের সেফটি সিকিউরিটি দেখার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের, আর রাজ্য সরকারের আইন আছে কে যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে তাদের রেজিস্ট্রেশন দরকার, কোনও কন্ট্রাকটর , তার মিনিমাম এজ হয়েছে কিনা দেখা। ঘুষ এবং লুটের রাজত্ব থাকলে কিছু করা হয়। আমাদের লোকজন কালকেই গিয়েছে। আমরা উপরে বলেছি, রেলের যেহেতু কাজ হচ্ছিল রেলের কন্ট্রাক্টর নিয়ম মানছিল কিনা দেখতে হবে।' পুলিশের উপর মানুষের রাগ বেড়ে গিয়েছে। তাই যে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে পুলিশকে মানুষ মারছে, তাড়া করছে। এখানের পুলিশ অফিসারদের বলব কেন অপরাধীদের ধরা হচ্ছে না? পুলিশকে রাখা হয়, মাইনে দেওয়া হয় অপরাধীদের ধরার জন্য। অপরাধীর সঙ্গে বসে তার জন্মদিন পালনের জন্য নয়। তার গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্য নয়।'

এদিন আউশগ্রামের গেঁড়াই বিষ্ণুপুর এলাকায় এই স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় ।তিনি বলেন, 'রাজিবুলকে যারা খুন করেছে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ শুধু নিষ্ক্রিয় নয়, অপদার্থও। তারা কথা দিয়েছিল অপরাধীদের ধরবে। তারপর দেখা গিয়েছে উপরতলার প্রশাসনের সঙ্গে যে খুনি, তারা একসঙ্গে পার্টি করছে তার গাড়িতে চড়ে ব্লকের অফিসার, এসডিপিও থেকে উপরতলার অফিসাররা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আইসি পকেটে পোরা, কারণ বালির টাকা। এই জঙ্গলের লুঠ এবং নদীর লুঠ বন্ধ করতে হবে। পুলিশ প্রশাসন যদি না করে মানুষ করবে। সেই জন্য মানুষকে সঙ্গ দিতে হবে, তারা কিছু টাকা বিলি করে দিয়ে দালাল তৈরি করছে, সেই দালালদের উপরও মানুষের রাগ বাড়ছে।'

গ্রিসের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে দ্য গ্র্যান্ড ক্রস অফ দ্য অর্ডার অফ অনার-এ ভূষিত করেছেন

নতুন দিল্লি, ২৫ আগস্ট, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : গ্রিসের রাষ্ট্রপতি ক্যাটেরিনা সাকেলারোপৌলু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ;দ্য গ্র্যান্ড ক্রস অফ দ্য অর্ডার অফ অনার'-এ ভূষিত করেছেন। ১৯৭৫ সালে দ্য অর্ডার অফ অনার চালু করা হয়। একটি তারকার সামনের দিকে দেবী এথেন-এর মূর্তি এবং তাতে লেখা রয়েছে "শুধুমাত্র যোগ্য ব্যক্তিকেই সম্মান জানানো উচিত"। গ্রিসের মর্যাদা বৃদ্ধিতে যাঁরা অবদান রেখেছেন, তাঁদের সম্মান জানাতে গ্রিসের রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের দ্য গ্যান্ড ক্রস অফ দ্য অর্ডার অফ অনারে ভূষিত করে থাকেন। মানপত্রে লেখা রয়েছে - "বন্ধুপরায়ণ ভারতবাসীকে সম্মান জানাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে ব্যক্তিগতভাবে এই স্বীকৃতি তুলে দেওয়া হল।"

মানপত্রে আরও বলা হয়েছে, "এই সফর উপলক্ষে গ্রিস, ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান জানাচ্ছে, তিনি এমন একজন রাষ্ট্রনায়ক, যিনি নিরলসভাবে তাঁর দেশকে বিশ্ব মানচিত্রে তুলে ধরে চলেছেন এবং যিনি ভারতের আর্থিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য ধারাবাহিকভাবে কাজ করছেন এবং সাহসী সংস্কারের পথে হেঁটেছেন। তিনি এমন একজন রাষ্ট্রনায়ক, যিনি পরিবেশের সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তনকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকারের মধ্যে নিয়ে আসার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন।" প্রধানমন্ত্রী মোদীর নির্ণায়ক ভূমিকাও ভারত - গ্রিসের পারস্পরিক স্বার্থ ও বন্ধুত্বের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী, গ্রিসের রাষ্ট্রপতি ক্যাটেরিনা সাকেলারোপৌলু, সেদেশের সরকার এবং গ্রিসবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ও ট্যুইটে একটি পোস্ট করেছেন।

পিআইবি, কলকাতার উদ্যোগে দুর্গাপুরে একদিনের মিডিয়া কর্মশালা "বার্তালাপ"

দুর্গাপুর, ২৫ অগাস্ট ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প এবং সামাজিক মাধ্যমে ভুয়ো খবর সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)-র উদ্যোগে আজ একদিনের মিডিয়া কর্মশালা "বার্তালাপ"-এর আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীন পিআইবি-র প্রধান মহানির্দেশক (পূর্বাঞ্চল) শ্রী ভূপেন্দ্র কাইন্থোলা বলেন, বার্তালাপ হল একটি মঞ্চ, যা সরকারি যোগাযোগরক্ষক ও মিডিয়ার মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে। এই কর্মশালার উদ্দেশ্য হল, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমকে অবহিত করা। সাধারণ মানুষের কল্যাণে কেন্দ্রীয় সরকারের নেওয়া বিভিন্ন প্রকল্পের কী ধরনের প্রভাব পড়ছে, তা পর্যালোচনার জন্য সাংবাদিকদের কাছে আবেদন জানান শ্রী কাইন্থোলা। এ প্রসঙ্গে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের জনধন প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেন, যার মাধ্যমে এ পর্যন্ত কোটি কোটি ভারতবাসী ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলেছেন এবং সুবিধাভোগীদের কাছে সরাসরি সরকারি অর্থ পৌঁছে যাচ্ছে। শ্রী কাইন্থোলা গত ৯ বছরে বিমানবন্দর ও সড়ক যোগাযোগ, ডিজিটাল পরিকাঠামো, ডিবিটি এবং ইউপিআই লেনদেনে ব্যাপক পরিবর্তনের কথা তুলে ধরেন, যা দেশের ভাবমূর্তিকে বদলে দিয়েছে। তিনি বলেন, কোভিডের টিকায় শুধু ভারতবাসী নন, উপকৃত হয়েছেন গোটা বিশ্বের মানুষ। চন্দ্রযান-৩ মিশনের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গোটা বিশ্বে ভারতের অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন শ্রী কাইন্থোলা।

আজকের এই বার্তালাপ অনুষ্ঠানে ছোট এবং মাঝারি সংবাদপত্র সহ দুর্গাপুরের সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা যোগ দেন। অনুষ্ঠানে পিআইবি কলকাতার প্রাক্তন অতিরিক্ত মহানির্দেশক শ্রী দেবাঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, "নরেন্দ্র মোদী সরকারের গত ৯ বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল, সেবা, সুশাসন ও গরিব কল্যাণ। আত্মনির্ভর ভারত, সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প ভারতকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। সামাজিক, আর্থিক এবং ডিজিটাল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পাশাপাশি দেশের মানুষের জীবনযাত্রার ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে।" ইউকো ব্যাঙ্কের দুর্গাপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপ আঞ্চলিক প্রধান শ্রী মনোজ কুমার সোনি পিএমজেডিওয়াই, পিএমএওয়াই, পিএমএসবিওয়াই, অটল পেনশন যোজনা, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা সহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবহিত করেন। ডিজিটাল কন্টেন্ট বিশেষজ্ঞ শ্রীমতি আরাধনা চ্যাটার্জি সামাজিক মাধ্যমের গুরুত্ব সম্পর্কে তার বক্তব্য পেশ করেন। সামাজিক মাধ্যমে কীভাবে ভুয়ো খবর চিহ্নিত করা সম্ভব, সে সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিক শ্রী জয়দীপ দাশগুপ্ত। পিআইবি-র বিভিন্ন প্রেস রিলিজ, ছবি এবং অন্যান্য বিষয়বস্তু পিআইবি-র ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেজ এবং ট্যুইটার হ্যান্ডেল থেকে কীভাবে সরাসরি পাওয়া যেতে পারে, সে সম্পর্কে এই কর্মশালায় বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়। এই অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় মিলিত হন কলকাতা পিআইবি-র যুগ্ম অধিকর্তা শ্রীমতি চিত্রা গুপ্ত। প্রতিদিন কাজ করার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের যে সব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, সে সম্পর্কে তাঁরা মতবিনিময় করেন। শ্রীমতি গুপ্ত সাংবাদিকদের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের জবাব দেন। এই কর্মশালায় প্রায় ৫০ জন সাংবাদিক অংশ নেন। বার্তালাপ অনুষ্ঠানের পাশাপাশি একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করেছিল সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন(সিবিসি)-এর কলকাতা শাখা। এই প্রদর্শনীতে ছবির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও সেগুলির সাফল্য তুলে ধরা হয়।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ মনসুখ মাণ্ডভিয়া পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিষেবা পর্যালোচনা করেছেন

নতুন দিল্লি, ২৫শে আগষ্ট ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ মনসুখ মাণ্ডভিয়া আজ পশ্চিমবঙ্গ সফরকালে জানান :

"প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি নাগরিককে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাজ্য সরকারের উচিত, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সুবিধার জন্য তৃণমূল স্তরে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প বাস্তবায়িত করা। সর্বোচ্চ মানের চিকিৎসা পরিষেবা যাতে রাজ্যের সকলের কাছে পৌঁছয়, তা নিশ্চিত করতে আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছি।" মন্ত্রী আজ রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত কর্মসূচির পর্যালোচনা করেন।

পর্যালোচনার সময় আয়ুষ্মান ভারত সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র, জাতীয় যক্ষ্মা নির্মূলকরণ প্রকল্প, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পের তহবিল, প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো মিশন (পিএম-এবিএইচআইএম), টেলিমেডিসিন পরিষেবা, রাজ্যের ডাক্তারি শিক্ষা এবং সিকেল সেল অ্যানিমিয়া দূরীকরণ প্রকল্পের তিনি পর্যালোচনা করেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র সম্পর্কে বলেন, সাধারণ মানুষ যাতে তাদের বাড়ির কাছে প্রাথমিক চিকিৎসার সবধরনের সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন, তার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় পশ্চিমবঙ্গে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, সে বিষয়ে মন্ত্রী জানান :

১) ৮০০টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য ২৮৮ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

২) শহরাঞ্চলে ২টি কমিউনিটি হেল' সেন্টারের জন্য ১০ কোটি টাকা এবং ৩৭ টি নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য ২৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

৩) ৪০৪টি আয়ুষ্মান ভারত সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র (শহরাঞ্চলের জন্য) গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জাতীয় যক্ষ্মা নির্মূলকরণ প্রকল্পের পর্যালোচনা করেন। এই প্রকল্পের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় এপর্যন্ত কত অর্থ দেওয়া হয়েছে, তাও খতিয়ে দেখেনে তিনি। "কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে দেশকে যক্ষ্মা মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর। এর জন্য সবধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় প্রদেয় অর্থ যাতে যথাযথ ব্যয় হয়, সে বিষয়টিতেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।"

ডাঃ মাণ্ডভিয়া আরো জানান, পঞ্চদশ অর্থ কমিশন রাজ্যের ২২৩টি ব্লক স্বাস্থ্য ইউনিট গড়ে তোলার জন্য ১৮০ কোটি ১২ লক্ষ টাকা এবং ৭১৯ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য ২৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে ১০,৩৫৮টি আয়ুষ্মান ভারত সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১৬ কোটি ৮২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৪৩০টি রোগীর চিকিৎসা হয়েছে। টেলিফোনের মাধ্যমে এপর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের রোগের জন্য ২,০৮,৪২,৩৯৭ টি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো মিশন (পিএম-এবিএইচআইএম) এবং টেলিমেডিসিনের পরিষেবার প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, "পিএম-এবিএইচআইএম পশ্চিমবঙ্গের মানুষের উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে টেলিমেডিসিনের পরিষেবা দিতে আমরা সচেষ্ট হয়েছি।" রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন :

১) জটিল অসুখের চিকিৎসার জন্য ২২ টি ব্লক গড়ে তুলতে ৭২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২) ২৩ টি সুসংহত জনস্বাস্থ্য গবেষণাগার গড়ে তোলার জন্য ৪৭ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ৩)শহরাঞ্চলে ৫১০ টি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য ৫৩৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রাজ্যের ডাক্তারি শিক্ষা এবং সিকেল সেল অ্যানিমিয়া দূরীকরণ প্রকল্পের পর্যালোচনা করে ডাঃ মাণ্ডভিয়া জানান, "পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ডাক্তারি ক্ষেত্রে উন্নত শিক্ষা প্রদানে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। সিকেল সেল অ্যানিমিয়া দূরীকরণ প্রকল্পকে সফল করে তুলতে আমরা সবধরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছি।"

২ পাতার পর

চন্দ্রযানের সাফল্যের পর প্রযুক্তিই ভরসা আচার্যের

ছাত্র নীচে পড়ে যান। পরের দিন ভোরে বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ওই ছাত্রের মৃত্যু হয়। র‍্যাগিংয়ের জেরে ওই ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে তাঁর পরিবার। থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়। তদন্তে নেমে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় প্রাক্তনী এবং পড়ুয়া মিলিয়ে ১৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। গত মঙ্গলবার বিধানসভায় এই নিয়ে প্রস্তাব আনে বিজেপি। যাদবপুরের ঘটনায় 'রাজ্যপাল দায়ী' বলে বিধানসভায় পাল্টা সরব হন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এর মধ্যেই বৃহস্পতিবার সকালে জরুরি বৈঠক ডাকেন রাজ্যপাল বোস। বৈঠকে যান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য। রাজভবনের ফটক দিয়ে প্রবেশ করতে দেখা যায় রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়কেও। তিনি আচার্যের তৈরি করে দেওয়া অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির মাথায় রয়েছেন। যদিও বৈঠকে কী নিয়ে কথা হয়েছে, তা দিনভর জানা যায়নি। বৃহস্পতিবার রাতে বিবৃতি দিয়ে র‍্যাগিং মোকাবিলায় পদক্ষেপের কথা জানাল রাজভবন।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৩৫ সংখ্যা ২৬ আগস্ট, ২০২৩ শনিবার ০৮ ভাদ্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

ভারতীয় মৎস্যজীবীদের মুক্তি নিয়ে পদক্ষেপে নারাজ সুপ্রিম কোর্ট

পথভ্রষ্ট হয়ে পাকিস্তানের জলসীমায় ঢুকে পড়া ভারতীয় মৎস্যজীবীদের গ্রেফতারি এড়াতে সক্রিয়তা দেখাতে নারাজ সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি সঞ্জয় কিষাণ কউল এবং বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়ার একটি বেঞ্চ এ সংক্রান্ত একটি জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে বলেছে, "এটি রাজনৈতিক সমস্যা। তাই তার সমাধানও রাজনৈতিক ভাবেই করতে হবে।"

ভারতীয় সংবিধানের ওই ধারায় ভারতীয় নাগরিকদের নির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য সরাসরি শীর্ষ আদালতে যাওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ২০০৮ সালে বন্দি মুক্তির উদ্দেশ্যে গঠিত দ্বিপাক্ষিক বিচারবিভাগীয় কমিটির পুনরুজ্জীবনের জন্য শীর্ষ আদালতের সক্রিয়তার আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু দুই বিচারপতির বেঞ্চ সেই আবেদন খারিজ করে বলেছে, "এ বিষয়ে আদালত হস্তক্ষেপ করবে না।" সমস্যার সমাধানের জন্য আবেদনকারীদের সরকারের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শও দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।ভুল করে পাকিস্তানের জলসীমায় ঢুকে পড়ে প্রতি বছরই গ্রেফতার হন কয়েক জন ভারতীয় মতস্যজীবী। পাক উপকূলরক্ষী বাহিনী এবং সে দেশের কারাগারে তাঁদের হেনস্থার খবরও প্রায়শই প্রকাশ্যে আসে। তা ছাড়া, আইনি জটিলতার কারণে বিনা দোষে দীর্ঘ দিন ধরে পাকিস্তানের জেলে বন্দি থাকতে হয় ধৃত ভারতীয় ধীবরদের অনেককেই। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় সংবিধানের ৩২ ধারায় শীর্ষ আদালতের কাছে এ বিষয়ে বিচারবিভাগীয় নির্দেশিকা জারির আর্জি জানিয়েছিলেন গুজরাতের দুই এবং মহারাষ্ট্রের এক আবেদনকারী।

কলকাতার সিএসআইআর-সিজিসিআরআই-এর উদ্যোগে

এক সপ্তাহ এক পরীক্ষাগার কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে মুক্ত দিবস ও দক্ষতা প্রসার কর্মশালার আয়োজন

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : কলকাতার সিএসআইআর-সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সেরামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট (সিজিসিআরআই)-এর উদ্যোগে 'এক সপ্তাহ এক পরীক্ষাগার' (ওডাব্লুওএল) কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ২৪ সেপ্টেম্বর মুক্ত দিবস ও দক্ষতা প্রসার কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এর উদ্দেশ্য হল সাধারণ মানুষ এবং কারিগরদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্বন্ধে সচেতনতা তৈরি করা। সিএসআইআর-সিজিসিআরআই-এর অধিকর্তা ডঃ সুমন কুমারী মিশ্র অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান। সিএসআইআর-ইন্সটিটিউট অফ মিনারেলস অ্যান্ড মেটিরিয়ালস টেকনোলজি-র অধিকর্তা ডঃ রামানুজ নারায়ণ প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিজ্ঞান ও সমাজের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেন। গ্রাম এবং শহর থেকে প্রায় ১০০ জন শিক্ষার্থী এই কর্মশালায় যোগ দিয়ে দক্ষতা উন্নয়নের অঙ্গ হিসেবে হাতে-কলমে টেরাকোটা সামগ্রী তৈরির কৃৎ-কৌশল সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেন। অনুষ্ঠানে সিএসআইআর-সিজিসিআরআই-এর তৈরি বিভিন্ন পণ্য ও প্রযুক্তিকেও তুলে ধরা হয়।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

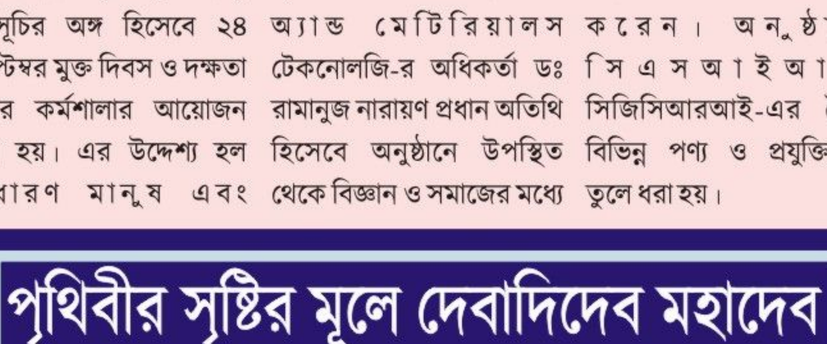

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে এসে উমা, বিনায়ক, আয়াপ্পান ও স্কন্দ সহ নানা গ্রামদেবতার মত শিব দেবলোকে প্রতিষ্ঠা পেলেন। এই ইতিহাস আদি অনাদিকাল ধরে বয়ে চলেছে,হিন্দু শাস্ত্র মতে সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশের দেবতা হলেন মহাদেব। এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ড ও মানুষ সৃষ্টির মূল কারিগর হলেন দেবাদিদেব মহাদেব। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

নারী' শব্দটি সনাতন জীবন-সংস্কৃতিতে মাতৃত্বকেই স্মরণ করিয়ে দেয়

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

তার ধর্ম পত্নী সারদা মাকে তুই বলে কোনোদিন সম্বোধন করতেন না।একদিন ভুল করে তুই বলে ফেলেছিলেন তারজন্য তিনি মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন ও বার বার দুঃখ করেছিলেন।শ্রীরামকৃষ্ণ বারবনিতা নটি বিনোদিনী কে চৈতন্য হউক বলে আশীর্বাদ করেছিলেন , তাকে নুতন জীবন দান করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মেয়েদের কে চিকের আড়াল থেকে বাইরে নিয়ে এসেছিলেন,ভগবানের নাম করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এমন কি মেয়েদের কে সন্ন্যাস ধর্মেও দীক্ষিত করে ছিলেন গৌরি মা,যোগেশ্বরী মা আদি তার প্রমান।ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রায়ই কামিনী কাঞ্চনের কথা বলতেন। এর মানে তিনি নারী বিদ্বেষী ছিলেন না।কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের কথা ত্যাগী ভক্তদের বলতেন,যারা সাধু সন্ন্যাসী তাদের বলতেন।গৃহী ভক্তদের কে মনে ত্যাগ করার কথা বলতেন।কামিনী অর্থে কাম বা কামনা মেয়ে নয়।ঠাকুর রামকৃষ্ণ নারী জাতিকে যেভাবে মান,সন্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ বা অবতার দিতে পারেন নি।প্রকৃত পক্ষে নারী জাগরণের উদ্যক্তা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণই। অন্যদিকে বেদ-পূর্ব সিন্ধু-ধর্ম মাতৃপ্রধান এবং বৈদিক ধর্ম যে পুরুষ-প্রধান, এ বিষয়ে বিদ্বান-পণ্ডিতদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনায় অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় হলো, পরবর্তীকালের ভারতবর্ষীয় ধর্মে অন্তত সাধারণ জনগোষ্ঠির মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে ঋগ্বেদের প্রাচীন পুরুষ-দেবতাদের বিশেষ কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। অন্যদিকে উত্তরকালের এই ধর্মবিশ্বাসের প্রধানতম উপাদান হলো মাতৃ-পূজা তা কি ওই বেদ-পূর্ব সিন্ধু-ধর্মেরই রেশ? এ ক্ষেত্রে সিন্ধু-যুগে এই ধর্মবিশ্বাস প্রচলিত ছিলো বলে এর ব্যাখ্যা-সন্ধানে যেমন সিন্ধু-প্রত্নতত্ত্ব-লব্ধ স্মারকগুলির উপর নির্ভর করতে হবে, তেমনি পরবর্তীকালেও এই ধর্মবিশ্বাস বহুলাংশে অক্ষুণ্ন থেকেছে এই অনুমান-জন্য পরবর্তীকালের লিখিত সাহিত্য হয়তো ওই স্মারকগুলির উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করতে পারে। অর্থাৎ ওই শাক্ত-ধর্ম বা মাতৃ-উপাসনার ব্যাখ্যা সন্ধানে একাধারে প্রত্নতত্ত্বমূলক ও সাহিত্যমূলক দ্বিবিধ তথ্যের উপর নির্ভর করা যেতে পারে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, মানবসভ্যতায় দেবীপূজার ইতিহাসও অতি প্রাচীন। পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতিগুলির মধ্যেও প্রাচীন কালে দেবীপূজার প্রচলন ছিলো। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, ভূমধ্যসাগরের তীরে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে মাতৃদেবীর পূজার সর্বব্যাপক প্রচলন ঘটেছিলো। সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সব প্রত্ন-উপাদান পাওয়া গেছে, তা থেকে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, প্রাক-আর্যযুগে ভারতবর্ষে মাতৃদেবীর পূজার ব্যাপক প্রসার ছিলো। মূর্তিতে মাতৃপূজা কেবল মাত্র সিন্ধুযুগেই প্রচলিত ছিলো না, কৃষ্ণসাগরের তীরে এবং দানিয়ুব উপত্যকাতেও একইভাবে মূর্তির মাধ্যমে মাতৃদেবীর পূজা হতো।

অধ্যাপক হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের মতে.- 'পণ্ডিতদের মতে হিন্দুদের শক্তি উপাসনা এসেছে অনার্যদের কাছ থেকে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে শক্তি বা মাতৃকা উপাসনা প্রস্তর যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। ইয়োরোপে সুপ্রাচীন যুগে (Palaeolithic and Neolithic ages) ভেনাসের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। দুইটি সন্তান ও স্বামী সহ মাতৃকামূর্তির আবিষ্কারও ঐযুগে শক্তিপূজার প্রমাণ দেয়। সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, প্যালেষ্টাইন, সাইপ্রাস, ক্রীট ও মিশরে মাতৃকা মূর্তি পাওয়া গেছে। মার্শাল সাহেবের মতে নীলনদ থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ মাতৃকা পূজার ক্ষেত্র ছিল।'- (হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ- তৃতীয় পর্ব, পৃষ্ঠা-১৬০) শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' গ্রন্থের নিবেদনে বলেছেন- 'মাতৃপূজার প্রচলন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কালে নানারূপে দেখা যায়, এখনও হয়ত স্থানে স্থানে কিছু কিছু অবশেষ রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু ইহার কোথাওই ভারতবর্ষের অনুরূপ শক্তিবাদ বা শক্তিসাধনা গড়িয়া উঠিতে দেখি না। শক্তিবাদ এমন করিয়া আমাদের ভারতীয় চিন্তাধারার একটি বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক বলিয়া এবং আমাদের জীবনের উপর এমন করিয়াই ইহার একটি সামগ্রিক প্রভাব বলিয়া ইহা বিশেষ করিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।'... 'শাক্ত ধর্মমত ও সাধনা নানাভাবে এখনও ভারতবর্ষের প্রায় সব অঞ্চলেই অল্পবিস্তর দেখা যায় বটে, কিন্তু যেটুকু তথ্য আমার অধিগত হইয়াছে তাহাতে মনে হইয়াছে, এই সাধনা বাঙলাদেশে যেরূপ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, এমন অন্যত্র কোথাও নহে; এবং প্রকারে ও পরিমাণে বাঙলাদেশে যে শাক্ত সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাও অন্যত্র কোথাও পাওয়া যায় না।' এদিকে ক্ষান্তি।-(৭৯-৮০)।। আপনি খড়্গধারিণী, ত্রিশূলধারিণী, (এক হস্ত নরশিরধারণে) ভয়ঙ্করী, গদাধারিণী, চক্রধারিণী, শঙ্খধারিণী, ধনুর্ধারিণী এবং বাণ, ভুসন্ডী ও পরিঘাস্ত্রধারিণী (মহাকালী দশভূজা এবং দশ হস্তে দশপ্রহরধারিণী-বৈকৃতিরহস্য)।-(৮০-৮১)।। আপনি দেবগণের প্রতি সৌম্যা এবং দৈত্যগণের প্রতি ততোধিক রুদ্রা। আপনি সকল সুন্দর বস্তু অপেক্ষাও সুন্দরী। আপনি ব্রহ্মাদিরও শ্রেষ্ঠ। আপনি সর্বপ্রধানা দেবী এবং পরমেশ্বরের মহাশক্তি।-(৮১-৮২)।। হে বিশ্বরূপিণী, যে-কোনও স্থানে যাহা কিছু চেতন বা জড় বস্তু অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে হইবে সেই সকলের যে শক্তি, তাহা আপনিই। সুতরাং কিরূপে আপনার স্তব করিব? (বিশ্বপ্রপঞ্চে আপনি ভিন্ন যখন আর কিছুই নাই, তখন আপনার স্তব কিরূপে সম্ভব?)-(৮২-৮৩)।।

শাক্তধর্মের বিকাশ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়ার জন্য পুরাণসমূহ অনুশীলন করার প্রয়োজন বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। প্রায় সকল পুরাণেই দেবীর ক্রিয়াকলাপ, নামসমূহ ও গুণাবলী বিবৃত আছে। তবে দেবী-কেন্দ্রিক পুরাণগুলিই এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোকপাত করে। এই পর্যায়ের পুরাণগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন মার্কণ্ডেয় পুরাণ। কালিকাপুরাণ, দেবীপুরাণ ও দেবীভাগবত অনেক পরবর্তীকালের রচনা, যেগুলি পুরোদস্তুরভাবেই শাক্তধর্মের প্রচারক।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

শাহরুখের পর এবার 'ন্যাড়া' মাথায় সালমান খান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : শাহরুখ খান মাসখানের আগে 'জাওয়ান' সিনেমার প্রিভিউয়ে ন্যাড়া মাথায় ধরা দেন। এমন লুক প্রকাশ্যে আসতেই চমকে যান ভক্তরা। মুহূর্তেই তার সেই লুক ভাইরাল। অনেকটা সেই রূপেই এবার ধরা দিলেন সালমান খান।

রবিবার রাতে একটি রেস্তোরাঁয় যান সালমান। সেখানেই পাপারাজ্জিদের ক্যামেরায় ধরা পড়ে ভাইজানের নতুন রূপ। চুল ছেঁটে একেবারে ছোট করে ফেলেছেন। যেটাকে প্রায় 'ন্যাড়া' বলা চলে।

ভারতীয় গণমাধ্যম বলিউড হাঙ্গামার রিপোর্ট বলছে, নতুন একটি সিনেমার জন্যই সালমানের চুল বিসর্জন। করণ জোহরের প্রযোজনা ও বিষ্ণু বর্ধনের পরিচালনায় একটি সিনেমায় কাজ করবেন সালমান। যেখানে তাকে আর্মি চরিত্রে দেখা যাবে। আর সেজন্যই চুলের এমন ছাঁট দিয়েছেন অভিনেতা।

সূত্র অনুসারে, আগামী নভেম্বরে ছবিটির শুটিং শুরু হবে। ছবির নাম অবশ্য এখনও ঠিক করা হয়নি। তবে আগামী বছরের বড়দিন উপলক্ষে এটি মুক্তি পেতে পারে।

এদিকে সালমান খান বর্তমানে ব্যস্ত আছেন 'টাইগার থ্রি' সিনেমার কাজে। মনীশ শর্মার নির্মাণে এতে তার সঙ্গে অভিনয় করেছেন ক্যাটরিনা কাইফ ও ইমরান হাশমি। ছবিটির শুটিং অবশ্য শেষ, চলছে পোস্ট প্রডাকশনের কাজ। আগামী ১০ নভেম্বর এটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

চার দশক পর অবশেষে মান ভাঙল সৎমা হেমা মালিনীর!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : প্রায় চার দশকের দূরত্ব ভুলে কাছাকাছি এসেছেন দেওল পরিবারের চার ভাইবোন। 'গদর ২' মুক্তির দিন 'ভাইয়া' সানি দেওলকে ছবির জন্য শুভকামনা জানিয়েছিলেন এষা দেওল।

ছবির সাফল্য উদ্‌যাপন করতে ছবির বিশেষ প্রদর্শনের আয়োজনও করেছিলেন এষা। সেই 'স্পেশাল স্ক্রিনিং'-এ উপস্থিত ছিলেন ববি দেওল ও অহনা দেওলও। তবে সেই দিন দেখা যায়নি এষা ও অহনার মা হেমা মালিনীকে। এর প্রায় এক সপ্তাহ পরে প্রেক্ষাগৃহে 'গদর-২' দেখলেন বলিউডের 'ড্রিম গার্ল'। ছবি দেখে বেরিয়ে কী বললেন হেমা?

মুক্তির আটদিনের নাগাদ বক্স অফিসে ৩০০ কোটির গণ্ডি পেরিয়েছে অনিল শর্মা পরিচালিত ছবি 'গদর ২'।

এখনো রীতিমতো অপ্রতিরোধ্য সানি দেওল ও আমিশা প্যাটেলের ছবি। সম্প্রতি 'গদর-২' দেখে উচ্ছ্বসিত সানির সৎমা ও ধর্মেন্দ্রর দ্বিতীয় স্ত্রী হেমাও। খবর আনন্দবাজার পত্রিকার।

ছবিটি দেখে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে হেমা জানান, সানির ছবি তাকে সত্তর ও আশির দশকের নস্টালজিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। হেমার মতে, আমার 'গদর-২' খুব ভাল লেগেছে। ছবি নিয়ে যা প্রত্যাশা ছিল, সব পূরণ হয়েছে। সত্তর এবং আশির দশককে পরিচালক অনিল শর্মা খুব সুচারুরূপে পর্দায় উপস্থাপন করেছেন।

আর সানি? তার অভিনয় কেমন লেগেছে হেমার? ড্রিম গার্লের কথায়, সানি তো খুবই ভালো। অনিল শর্মার ছেলে উৎকর্ষও খুব ভাল কাজ করেছে। ছবি দেখার পরে দেশপ্রেম যেন আরো ভালোভাবে অনুভব করতে পারছি। মুসলিম ভাইদের সঙ্গে আমাদের ভ্রাতৃত্বের বিষয়টিও খুব সুচারুরূপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সানির ছবি দেখে যে আপ্লুত হেমা, তা বর্ষীয়ান অভিনেত্রীর ভাষ্যেই স্পষ্ট।

দেওল পরিবারের দুই পক্ষের সমীকরণ নিয়ে কম আলোচনা হয়নি বলেউডে। ধর্মেন্দ্রর প্রথম পক্ষের স্ত্রী প্রকাশ কৌরের সঙ্গে তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হেমা মালিনীর মনোমালিন্য কারো অজানা নয়। তার প্রভাব পড়েছে দুই পক্ষের সন্তানদের সম্পর্কেও। ভাইবোন হলেও গত চার দশক ধরে নিজেদের মধ্যে দূরত্ব রেখেছেন সানি ও ববি এবং এষা ও অহনা। তবে 'গদর ২'-এর সাফল্যই নাকি ঘুচিয়ে দিয়েছে সেই দূরত্ব। শোনা যাচ্ছে, চলতি বছরের রাখিবন্ধন অনুষ্ঠানে ভাই ববি দেওলকে নিয়ে এষা ও অহনার বাড়িতে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছেন তার। খবর, সঙ্গী হতে পারেন বলিউড অভিনেতা অভয় দেওলও।

পাঁচ হাজার কোটির সম্পত্তির কিছুই পাবে না সাইফের সন্তানরা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভারতের নবাব পরিবার পতৌদিদের দশম নবাব সাইফ আলী খান। প্রয়াত বাবা মনসুর আলী খান পতৌদির থেকে এই উপাধি পেয়েছেন বলিউড তারকা। ভারতের অন্যতম ধনী অভিনেতার মধ্যে তার নাম তো অবশ্যই আসবে। তবে এত সম্পত্তি থেকেও সেগুলোর দখল নেই সাইফ বা তার সন্তানদের কাছে! বিলাসবহুল পতৌদি প্রাসাদ এবং ভোপালে একটি রাজকীয় পৈতৃক বাড়ির মালিক কারিনা কাপুর খানের স্বামী সাইফ আলী খান।

রিপোর্ট অনুযায়ী, পতৌদি প্রাসাদের অন্তর্গত সমস্ত কিছু এবং দুই পৈতৃক ভিটার মূল্য পাঁচ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু সাইফ তার পৈতৃক সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারবেন না চার সন্তানকে। সারা, ইব্রাহিম, তৈমুর বা জহাঙ্গীর, কেউই এই সম্পত্তির ভাগীদার হতে পারবেন না! এর আগে মালিকানাধীন পৈতৃক ভিটা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সাইফ জানিয়েছিলেন, বলিউডে কাজ করতে করতে এগুলো পরিচালনা করা খুব কঠিন ছিল একসময়। সাইফের বিবাহিত জীবনে চার সন্তান রয়েছে। প্রথম পক্ষের স্ত্রী অমৃতা সিংয়ের দুই ছেলেমেয়ে, সারা আলী খান ও ইব্রাহিম আলী খান। দ্বিতীয় স্ত্রী কারিনার দুই সন্তান, তৈমুর আলী খান ও জহাঙ্গীর আলী খান। রিপোর্ট অনুযায়ী, পতৌদি প্রাসাদের অন্তর্গত সমস্ত কিছু এবং দুই পৈতৃক ভিটার মূল্য পাঁচ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু সাইফ তার পৈতৃক সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারবেন না চার সন্তানকে।

সাইফ যেভাবে তার বাবার থেকে সব সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন, সেভাবে নিজের সন্তানদের তিনি দিতে পারবেন না নিজের সম্পত্তি। কারণ পতৌদিদের এই বাড়ি ১৯৬৮ সালে ভারত সরকারের 'এনিমি ডিসপুট অ্যাক্ট'-এর অধীনে চলে যায়। প্রতিবেদন অনুসারে, কেউ এই জাতীয় সম্পত্তির ওপর অধিকার দাবি করতে পারে না এবং সেগুলোর উত্তরাধিকারী হতে পারে না।

পতৌদি হাউসের ভেতরে থাকা সমস্ত বিলাসবহুল সম্পদ এবং সব কিছু এই আইনের আওতায় আসে, সে কারণে সাইফের চার সন্তান এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারবেন না। রিপোর্ট অনুযায়ী, সাইফের প্রপিতামহ হামিদুল্লাহ খান ব্রিটিশ শাসনকালে নবাব ছিলেন।

তিনি তার সমস্ত সম্পত্তির কোনো উইল করতে পারেননি। ফলে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি নিজেদের নামে করতে ব্যর্থ সাইফ আলী খান ও তার আগামী প্রজন্ম।

'শাহরুখ-করণ হিন্দি সিনেমাকে বিপথে নিয়ে গেছেন'

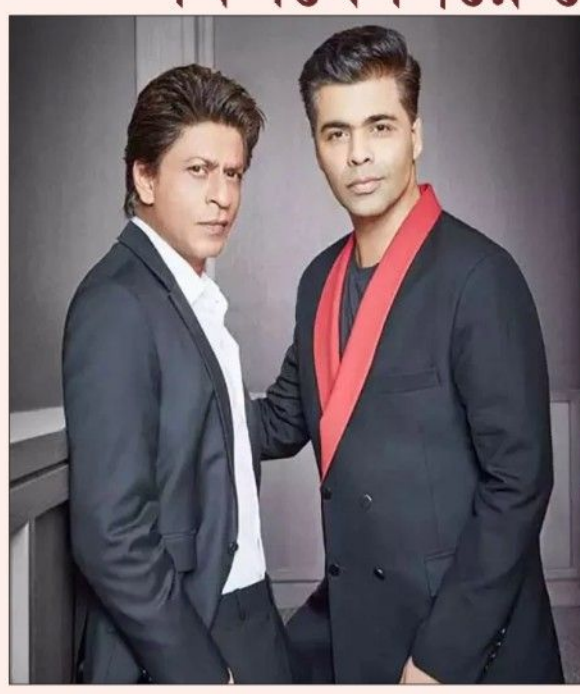

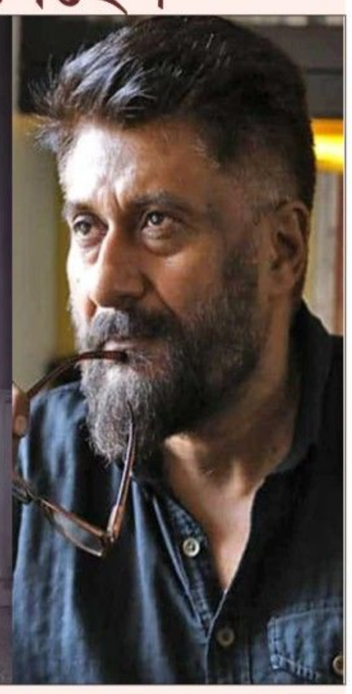

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' সিনেমা বানিয়ে আলোচনায় আসা বিবেক অগ্নিহোত্রী মাঝে মধ্যেই বিতর্কিত মন্তব্য করে খবরের শিরোনাম হন। এবার বলিউড বাদশা শাহরুখ খান ও সফল নির্মাতা করণ জোহরকে আক্রমণ করে মন্তব্য করলেন এই বলিউড নির্মাতা।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ডিএনএ-কে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন বিবেক। এসময় এই নির্মাতা বলেন, সুপারস্টার হিসেবে অমিতাভ বচ্চনের উত্থান শুধু 'দিওয়ার' থেকে নয়, 'শাহেনশাহ' সিনেমারও ভূমিকা রয়েছে। তারপর হিন্দি সিনেমা আর কোনো দিন আসল গল্প বলেনি। বিশেষ করে শাহরুখ খান ও করণ জোহরের সিনেমা ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিপথে নিয়ে গিয়েছেন। তাই আমি মনে করি, আসল গল্প বলাটা খুব জরুরি ছিল।

এবারই প্রথম নয়, এর আগেও শাহরুখের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন বিবেক। 'পাঠান' সিনেমায় দীপিকার বিকিনি বিতর্কের আগুনে ঘি ঢেলে টুইটারে একটি ভিডিও শেয়ার করেছিলেন এই পরিচালক। তাতে বিবেক দাবি করেছিলেন, 'পাঠান' সিনেমার গানের নাচ 'অশ্লীল'। এ ধরনের ভিডিওর কারণেই ধর্ষিত ও লাঞ্ছিত হয় সাধারণ মেয়েরা। তারপর শাহরুখ খানের ভক্তরা বিবেককে খুনের হুমকি দেন। এবারের মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর ফের চটেছেন শাহরুখ ভক্তরা।

এশিয়া কাপের জন্য
শক্তিশালী দল ঘোষণা ভারতের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অবশেষে এশিয়া কাপের জন্য নিজেদের সেরা ক্রিকেটারদের নিয়েই দল ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। স্কোয়াডে মূল দলের প্রায় সকল খেলোয়াড়ই রয়েছেন। ১৭ সদস্যের এই দলে চমক বলতে তিলক ভার্মা। উইন্ডিজ সফরে তার আগ্রাসী ব্যাটিং নজর কাড়ে নির্বাচকদের। দলে আছেন জাসপ্রীত বুমরাহও। এশিয়া কাপে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন রোহিত শর্মা।

সহ-অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন হার্দিক পান্ডিয়া। দলে নতুন মুখ হিসেবে জায়গা পেয়েছেন তিলক ভার্মা। চোটের কারণে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে থাকা লোকেশ রাহুল ও শ্রেয়াস আয়ার ফিরেছেন ভারতের দলে। সোমবার এশিয়া কাপকে সামনে রেখে ১৭ সদস্যের দল ঘোষণা করে ভারত। স্কোয়াড ঘোষণা শেষে ভারতের প্রধান নির্বাচক জানান, আপাতত এই দলটিই এশিয়া কাপে প্রতিনিধিত্ব করবে। আসন্ন ওয়ানডে বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণা করা হবে ৫ সেপ্টেম্বরের পরে।

এবারের এশিয়া কাপে 'এ' গ্রুপে রয়েছে ভারত, পাকিস্তান এবং নেপাল। গ্রুপ পর্বের ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তান লড়বে ২ সেপ্টেম্বর। এরপর ৪ সেপ্টেম্বর নেপালের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে মাঠে নামবে ভারতীয় দল। ভারত এশিয়া কাপ দল:

রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), বিরাট কোহলি, শুভমান গিল, লোকেশ রাহুল (উইকেটরক্ষক), শ্রেয়াস আইয়ার, হার্দিক পান্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজা, জাসপ্রীত বুমরাহ, মোহাম্মদ শামি, মোহাম্মদ সিরাজ, কুলদ্বীপ যাদব, ঈশান কিষাণ (উইকেটরক্ষক), অক্ষর প্যাটেল, শার্দুল ঠাকুর, সুর্যকুমার যাদব, তিলক ভার্মা ও প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা।

রিজার্ভ খেলোয়াড়: সাঞ্জু স্যামসন।

এলপিএল: চোট নিয়েও টুর্নামেন্ট সেরা হাসারাঙ্গা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগের (এলপিএল) ফাইনালে ডাম্বুলা অরাকে ৫ উইকেটে হারিয়ে প্রথমবাররে মতো শিরোপা ঘরে তুলেছে বি-লাভ ক্যান্ডি। দলের নিয়মিত অধিনায়ক ভানিন্দু হাসারাঙ্গা ইনজুরির কারণে ফাইনালে না খেলতে পারলেও নির্বাচিত হয়েছেন টুর্নামেন্ট সেরা খেলোয়াড়।

পুরো টুর্নামেন্টে ব্যাটে বলে ক্যান্ডিকে নিজের সবটা দিয়ে টিকিয়ে রেখেছিলেন হাসারাঙ্গা। লঙ্কান এই অলরাউন্ডারের রানের সংখ্যাও ছিল পুরো টুর্নামেন্টে সবার থেকে বেশি। ১০ ম্যাচে ৩৪.৮৭ গড়ে এবং ১৯৮.৭৯ স্ট্রাইক রেটে ২৭৯ রান করেছেন হাসারাঙ্গা। এমনকি সবচেয়ে বেশি উইকেটও পেয়েছেন এই অলরাউন্ডার। ১০ ম্যাচে ৫.৫১ ইকোনমি রেটে ১৯ উইকেট নিয়েছেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। কিন্তু ফাইনালের আগে ইনজুরি সমস্যায় একাদশ থেকে ছিটকে যান হাসারাঙ্গা। চোটের কারণে রবিবার ফাইনালে না খেলার আফসোস নিঃসন্দেহে থাকবে তার।

লা লিগার নতুন আসরে
বার্সেলোনার প্রথম জয়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দুই স্তরের রক্ষণ, দারুণ সংগঠিতও। পোস্টের নিচে দারুণ তৎপর এক গোলরক্ষক। কাদিসের প্রতিরোধ ভাঙতে প্রবল পরীক্ষাই দিতে হলো বার্সেলোনাকে। সেখানে ব্যবধান গড়ে দিলেন পেদ্রি ও ফেররান তরেস। তাদের চমৎকার ফিনিশিংয়ে লা লিগার নতুন আসরে নিজেদের প্রথম জয় পেল বার্সেলোনা।

অলিম্পিক স্টেডিয়ামে রবিবার (২০ আগস্ট) রাতে ২-০ গোলে জিতেছে শাভি এর্নান্দেসের দল। ম্যাচের শেষ দিকে পেদ্রি দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর যোগ করা সময়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন তরেস। আগের ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় ছিলেন না রাফিনিয়া, চোটের জন্য নেই রোনালদ আরাউহো। এই ডিফেন্ডারের অনুপস্থিতিতে খুব একটা ভুগতে হয়নি শিরোপাধারীদের। তবে রাফিনিয়ার অভাব বেশ ভালোভালোই অনুভব করেছে তারা।

গুরুত্বপূর্ণ দুই খেলোয়াড়কে ছাড়া খেলতে নেমে নিজেদের গুছিয়ে নিতে একটু সময় নেয় বার্সেলোনা। প্রথম ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় ডাগ আউটে ছিলেন না কোচ শাভিও। প্রথম দিকে স্বাগতিকদের চেপে ধরার চেষ্টা করে কাদিস। তবে সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ নেয় বার্সেলোনা। প্রথম ভালো সুযোগের জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হয় অনেকটা সময়। ২৪তম মিনিটে আলেহান্দ্রো বালেদর দারুণ ক্রসে গোলরক্ষক বরাবর হেড করে দলকে হতাশ করেন রবের্ত লেভানদোভস্কি।

প্রথমবার শুরুর একাদশে সুযোগ পাওয়া লামিন ইয়ামাল মাঝে মধ্যে ঝলক দেখাচ্ছিলেন। ডান দিক থেকে আক্রমণে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ১৬ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। ২৯তম মিনিটে গোল প্রায় পেয়েই যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু ঝাঁপিয়ে দারুণ দক্ষতায় দলকে রক্ষা করেন কাদিস গোলরক্ষক হেরেমিয়াস লেদেসমা। পাঁচ মিনিট পর আবার বার্সেলোনাকে হতাশায় ডোবান তিনি। পেদ্রির দারুণ ক্রসে ছুটে গিয়ে পা ছোঁয়ান জুলস কুন্দে। বল যাচ্ছিল জালের দিকে, দারুণ রিফ্লেক্সে কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন লেদেসমা। পরের মিনিটে প্রতি-আক্রমণে সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যান রজার মার্তি। বিপদ দেখে বেরিয়ে এসে স্প্যানিশ ফরোয়ার্ডের শট ঠেকিয়ে দেন বার্সেলোনা গোলরক্ষক মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই এগিয়ে যেতে পারত বার্সেলোনা। ইয়ামালের আড়াআড়ি শট ঝাঁপিয়ে কোনোমতে ফেরান আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক লেদেসমা। ফিরতি বলে সুযোগ ছিল লেভানদোভস্কির সামনে। কিন্তু বল নিয়ন্ত্রণে নিতে গিয়ে তালগোল পাকান তিনি। সুযোগ কাজে লাগায় কাদিস। ৫২তম মিনিটে পাল্টা আক্রমণে আরেকটি দারুণ সুযোগ পায় কাদিস। কিন্তু ফ্রেংকি ডি ইয়ংয়ের চ্যালেঞ্জের মুখে খুব কাছ থেকেও শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি রুবেল আলকারাস।

দুই মিনিট পর গাভির হেড ফেরে পোস্ট ও ক্রসবারের সংযোগ স্থলে লেগে! নষ্ট হয় বার্সেলোনার আরেকটি চমৎকার সুযোগ। ৬৩তম মিনিটে স্বাগতিকদের রক্ষণে ভীতি ছড়ান ক্রিস রামোস। কয়েক জন কাটিয়ে একটুর জন্য আড়াআড়ি শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি তিনি। ৭২তম মিনিটে হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি লেভানদোভস্কি। সাত মিনিট পর আব্দে ইজ্জালজুলির বুলেট গতির শট ঠেকিয়ে সমতা ধরে রাখেন লেদেসমা।

বেশিরভাগ সময় খেলা হয় কাদিসের অর্ধে। একের পর এক আক্রমণ করে যাওয়া বার্সেলোনা এগিয়ে যায় ৮২তম মিনিটে। ইলকাই গিনদোয়ানের রক্ষণ চেরা পাস ধরে দারুণ স্লাইডে কাছের পোস্ট ঘেঁষে জাল খুঁজে নেন পেদ্রি। চলতি মৌসুমে বার্সেলোনার প্রথম গোল এটি! ৮৯তম মিনিটে বল জালে পাঠান আনসু ফাতি। কিন্তু তাকে বল দেওয়া লেভানদোভস্কি অফসাইডে থাকায় মেলেনি গোল। পরের মিনিটে খুব ভালো জায়গা থেকে ক্রসবারের উপর দিয়ে মেরে সমতা ফেরানোর দারুণ সুযোগ হাতছাড়া করেন দারউইন মাচিস।

যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন একটু আগে বদলি নামা তরেস। গোলরক্ষক টের স্টেগেন উঁচু করে বল বাড়ান লেভানদোভস্কিকে। পোলিশ স্ট্রাইকারের ফ্লিকে পেয়ে যান তরেস। দারুণ গতিতে এগিয়ে গিয়ে লেদেসমাকে পরাস্ত করে জাল খুঁজে নেন তিনি। দুই জয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে প্রথম দুটি স্থানে আছে রিয়াল মাদ্রিদ ও ভালেন্সিয়া। ৪ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত তিনে উঠে এসেছে বার্সেলোনা।

চার নম্বর ব্যাটিং পজিশন নিয়ে
এবার মুখ খুললেন গাঙ্গুলি

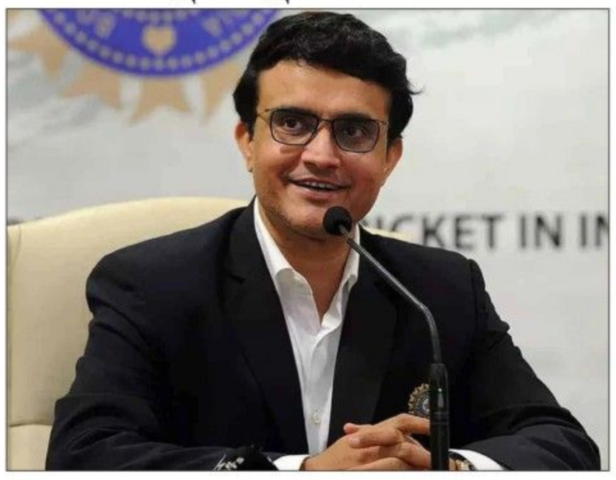

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপের আগমুহূর্তে দুশ্চিন্তায় পড়েছে ভারত। এবারও তাদের চিন্তার কারণ চার নম্বর ব্যাটিং পজিশন। ২০১৭ সালের পর থেকে এই পজিশনে এক ডজন ব্যাটারকে সুযোগ দিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু কেউই থিতু হতে পারেননি লম্বা সময়ের জন্য। কিছুদিন আগে অধিনায়ক রোহিত শর্মাও জানিয়েছেন এনিয়ে দুশ্চিন্তার কথা। সৌরভ গাঙ্গুলি অবশ্য অত ভাবার কিছু দেখছেন না। ভারতের সাবেক এই অধিনায়ক মনে করেন, চারে ব্যাট করার জন্য যথেষ্ট বিকল্প খেলোয়াড় তাদের আছে।

মুম্বাইয়ে সোমবার এক অনুষ্ঠানে সৌরভ এই বিষয়ে কথা বলার পরপরই ঘোষণা করা হয় এশিয়া কাপের ভারত দল। চোট কাটিয়ে ১৭ সদস্যের দলে ফিরেছেন শ্রেয়াস আইয়ার ও লোকেশ রাহুল। এই দু'জনের কাউকে কিংবা ভিরাট কোহলিকেও চার নম্বরে খেলানো যায় বলে মনে করেন সৌরভ। কোন খেলোয়াড় কোন পজিশনে ব্যাট করবে, তার কোনো নিয়ম আছে বলেও মনে করেন না তিনি। এই প্রসঙ্গে তার নিজের এবং শচিন টেন্ডুলকারের ক্যারিয়ারের কথাও তুলে ধরেন ভারতের সাবেক বোর্ড প্রধান। 'চার নম্বর একটি সংখ্যা মাত্র, যে কেউ সেখানে খেলতে পারে। আমার মনে হয় না কেউ ওপেনার হিসেবে কিংবা তিন বা চার নম্বরে খেলার জন্য জন্ম নেয়। আমি মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান হিসেবে ওয়ানডে ক্রিকেট শুরু করেছিলাম। যখন শচিন (টেন্ডুলকার) অধিনায়ক হয়, তখন আমাকে ওপেন করতে বলা হয়। শচিন নিজেও পাঁচ-ছয় নম্বরে ওয়ানডে ক্যারিয়ার শুরু করেছিল। কিন্তু যখন ওপেন করতে শুরু করে, সে বিশ্বমানের ব্যাটসম্যান হয়ে যায়।' 'তাই চার নম্বরে যে কেউ খেলতে পারে। চার নম্বরে ভিরাট কোহলি আছে, শ্রেয়াস আইয়ার যদি এশিয়া কাপে একবার ভালো খেলতে পারে... লোকেশ রাহুলও আছে। ভারতের অনেক প্রতিভা আছে।'-আরও যোগ করেন তিনি।

চার নম্বর নিয়ে এত আলোচনার কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছেন না সৌরভ। এশিয়া কাপের আগে কোচ, অধিনায়ক ও নির্বাচকদের এই পজিশনের জন্য একজনকে বেছে নিতে হবে বলে মনে করেন তিনি।

ইংল্যান্ডের জার্সি গায়ে জড়ানোর
আগেই ছিটকে গেলেন টার্নার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে ডাক পেয়ে অভিষেকের অপেক্ষায় জন টার্নার। কিন্তু ইনজুরি তার অভিষেককে বিলম্বিত করলো। পুরুষদের হান্ড্রেড টুর্নামেন্ট খেলার সময় ইনজুরিতে পড়েন টার্নার। সে কারণে বাদ পড়েন স্কোয়াড থেকে। তার পরিবর্তে পেসার ব্রেইডন কার্সিকে যুক্ত করা হবে স্কোয়াডে।

গেল সপ্তাহে টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড। দলে সারপ্রাইজ কল পেয়েছিলেন টার্নার। যিনি ঘণ্টায় ৯০+ মাইল গতিতে বল করতে পারেন। কয়েকদিন আগে পুরুষদের হান্ড্রেডে জনি বেয়ার্স্টোকে এই গতিতে বল করেছিলেন।

টার্নার ইনজুরিতে পড়ায় দক্ষিণ আফ্রিকান বংশোদ্ভুত কার্সি সুযোগ পেয়েছেন দলে। ৩০ আগস্ট নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তার অভিষেক হয়ে যেতে পারে।

মেসিও তো ইংরেজি বলতে পারে না,
আমরা না পারলেই দোষ!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পাকিস্তানি ক্রিকেটার হাসান আলীর পাশে দাঁড়ালেন দলের টেস্ট ক্রিকেটের সহ-অধিনায়ক শাদাব খান। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হাসানের ভাষা নিয়ে ট্রলের পাল্টা জবাব দিয়েছেন শাদাব খান। তিনি উদাহরণ টেনেছেন আর্জেন্টাইন সুপার স্টার লিওনেল মেসির।

টুইটারে নিজের কয়েকটি ছবি দিয়েছিলেন শাদাব খান। ক্যাপশনে লেখা, 'মডেল হিসেবে কি আরও উন্নতি করেছি? সতীর্থদের কাছ থেকে শিখছি।'

এই টুইটে মন্তব্য করেন হাসান আলী। ইংরেজি হরফে কিন্তু হিন্দি উচ্চারণে তিনি লেখেন, 'আমার বন্ধুর ছবি দেখে খুব আনন্দ হচ্ছে। মাশআল্লাহ কারও নজর যেন না লাগে।'

হাসান আলীর এই হিন্দিতে মন্তব্য নিয়ে শুরু হয় ট্রল। অনেকে মজা করে বলেন, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের উচিত নিজেদের ক্রিকেটারদের শিক্ষিত করা। কারণ তারা আন্তর্জাতিক স্তরে খেলছেন। তাই তাদের অন্তত ইংরেজিতে কথা বলা উচিত।

এই মস্করার পরে হাসান আলীর হয়ে মুখ খোলেন শাদাব খান। টুইটারে তিনি লেখেন, ও'মেসি ইংরেজিতে কথা না বললে চলবে। বিদেশি ক্রিকেটারেরা অদ্ভুত ইংরেজিতে কথা বললে চলবে। কিন্তু আমরা নিজেদের ভাষায় কথা বলতে পারব না। আমরা অভিনয় করতে পারি না। নিজেদের সংস্কৃতি নিয়ে আমরা গর্ব করি। আমরা অন্যদের খুশিতেও খুশি থাকি।'

আমিরাতকে অনায়াসে হারিয়ে
সিরিজ জিতল নিউজিল্যান্ড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সিরিজে প্রথমবার সুযোগ পেয়েই ফিফটি করলেন উইল ইয়াং। সঙ্গে মার্ক চাপম্যানের টানা দ্বিতীয় পঞ্চাশ ছোঁয়া ইনিংসে নিউজিল্যান্ড পেল দেড়শ ছাড়ানো পুঁজি। বাকিটা সারলেন বোলাররা। সংযুক্ত আরব আমিরাতকে অনায়াসে হারিয়ে সিরিজ জিতল কিউইরা।

বিরল এক সিরিজ জয়ের আশায় নেমে লড়াই জমাতেই পারল না আমিরাত। আগের ম্যাচে যেকোনো সংস্করণে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম জয়ের পর আইসিসির সহযোগী দেশটি এবার হেরে গেল ব্যাটিং ব্যর্থতায়। তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডের জয় ৩২ রানে। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে রবিবার (২০ আগস্ট) ১৬৬ রানের পুঁজি গড়ে আমিরাতকে আটকে দেয় তারা ১৩৪ রানে।

তিন ম্যাচের সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতল নিউজিল্যান্ড। ব্যাটিংয়ে জয়ের দুই নায়ক ইয়াং ৪৬ বলে ৭ চার ও এক ছক্কায় করেন ৫৬ রান। চাপম্যান ৩২ বলে ৫ ছক্কা ও ২ চারে করেন ৫১ রান। ক্যারিয়ার সেরা বোলিংয়ে ৩৫ রানে ৩ নিয়ে দলের সফলতম বোলার বেন লিস্টার। ভারতীয় বংশোদ্ভূত লেগ স্পিনার আদিত্য অশোক অভিষেকে ২৮ রানে নেন একটি উইকেট।

টানা তৃতীয় ম্যাচে টস জিতে নিউজিল্যান্ডকে ব্যাটিংয়ে পাঠান আমিরাত অধিনায়ক মোহাম্মদ ওয়াসিম। আগের ম্যাচের মতো এবারও শুরুতেই দলকে সাফল্য এনে দেন মোহাম্মদ জাওয়াদউল্লাহ। তৃতীয় ওভারে তিনি ফিরিয়ে দেন চ্যাড বাওয়েসকে। আরেক ওপেনার টিম সাইফার্টও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। ৩৫ রানে দুই উদ্বোধনী ব্যাটসম্যানকে হারানোর পর তৃতীয় উইকেটে ৬০ বলে ৮৪ রানের জুটিতে নিউ জিল্যান্ডকে এগিয়ে নেন ইয়াং ও চাপম্যান। ইয়াং দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ফিফটি পূর্ণ করেন ৪০ বলে। এরপর ইনিংস আর বেশিদূর টেনে নিতে পারেননি তিনি।

৩৮ রানে ক্যাচ তুলে জীবন পেয়ে ৩০ বলে ফিফটি করেন চাপম্যান। তিনিও বিদায় নেন এরপরই। দুই থিতু ব্যাটসম্যানকেই ফেরান এক ম্যাচ পর একাদশে ফেরা জুনাইদ সিদ্দিক। শেষ তিন ওভারে প্রত্যাশিত ঝড় তুলতে পারেনি নিউজিল্যান্ড। ইনিংসের শেষ বলে মিচেল স্যান্টনারের ছক্কায় ১৬৬ পর্যন্ত যেতে পারে তারা। ১১ বলে ২০ রানে অপরাজিত থাকেন স্যান্টনার। মাঝে অভিষিক্ত অলরাউন্ডার ডিন ফক্সক্রফট ১০ বলে করেন ১০ রান।

মেডেন নিয়ে নিউজিল্যান্ডের বোলিংয়ের শুরু করেন টিম সাউদি। আগের ম্যাচে ঝড়ো ফিফটিতে আমিরাতের জয়ের নায়কদের একজন ওয়াসিম এবার দ্বিতীয় ওভারে লিস্টারকে দুটি চার মেরেই কট বিহাইন্ড হয়ে যান। একটি করে চার ও ছক্কায় ভালো কিছুর ইঙ্গিত দেন ভ্রাতিয়া আরাভিন্দ। কিন্তু তিনিও পারেননি ইনিংস টেনে নিতে।

আরিয়ানশ শর্মা, আসিফ খান, আনাশ টেন্ডনও বিদায় নেন দ্রুত। ৫৩ রানে ৫ উইকেট হারানোর পর বাসিল হামিদের সঙ্গে ৫৭ বলে ৬৮ রানের জুটি গড়েন আয়ান আফজাল খান। তার ৩৬ বলে ৪২ রানের ইনিংসে পরাজয়ের ব্যবধানই কেবল কমাতে পারে আমিরাত। এই সিরিজে অনেকটাই দ্বিতীয় সারির দল নিয়ে খেলেছে নিউজিল্যান্ড। ছিলেন না ফিন অ্যালেন, ডেভন কনওয়ে, ম্যাট হেনরি, অ্যাডাম মিল্ন, ড্যারিল মিচেল, গ্লেন ফিলিপস ও ইশ সোধির মতো ক্রিকেটাররা।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

নিউজিল্যান্ড: ২০ ওভারে ১৬৬/৫ (বাওয়েস ৯, সাইফার্ট ১৩, ইয়াং ৫৬, চাপম্যান ৫১, ফক্সক্রফট ১০, স্যান্টনার ২০*, রবীন্দ্র ০*; জাওয়াদউল্লাহ ৪-০-২৬-১, আয়ান ৪-০-৩১-০, জুনাইদ ৪-০-২৬-৩, জহুর ৪-০-৩২-১, হামিদ ৩-০-৩০-০, ফারাজউদ্দিন ১-০-১৮-০)

সংযুক্ত আরব আমিরাত: ২০ ওভারে ১৩৪/৭ (আরিয়ানশ ১৬, ওয়াসিম ৮, আরাভিন্দ ১২, আসিফ ১১, টেন্ডন ১, হামিদ ২৪*, আয়ান ৪২, ফারাজউদ্দিন ০, জুনাইদ ২; সাউদি ৪-১-২৪-০, লিস্টার ৪-০-৩৫-৩, জেমিসন ৪-০-২৩-১, স্যান্টনার ৪-০ -২১-১, অশোক ।৪-০-২৮-১)

ফল: নিউজিল্যান্ড ৩২ রানে জয়ী

সিরিজ: তিন ম্যাচ সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জয়ী নিউ জিল্যান্ড

ম্যান অব দা ম্যাচ: উইল ইয়াং

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR